

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমলী অধঃপতনের কারন ও প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহেদা আক্তার শান্তা

রোলঃ 228021928

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমলী অধঃপতনের কারন ও প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহেদা আক্তার শান্তা

রোলঃ 228021928

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আমলী অধঃপতনের কারন ও প্রতিকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাহেদা আক্তার শান্তা, আইডিঃ 228021928 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

মুফতিঃ আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আমলী অধঃপতনের কারন ও প্রতিকার ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাহেদা আক্তার শান্তা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সাহেদা আক্তার শান্তা

আইডিঃ 228021928

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্রঃ

আমলের অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার.....	6
প্রস্তাবনা.....	6
১ম অধ্যায়ঃ সামগ্রিক বিবরণ	7
১। আমলের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব	7
১.১। আমলের সংজ্ঞা.....	7
১.২। আমলের গুরুত্ব	7
১.৩। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমলের তাৎপর্য.....	9
১.৪। আমলের উত্থান ও অধঃপতন.....	9
১.৫। সমসাময়িক সমাজে আমলের অবস্থাঃ.....	10
২য় অধ্যায়ঃ গবেষণা পদ্ধতি.....	12
২.১। গবেষণার ধরন.....	12
২.২। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	12
২.৩। গবেষণার সীমানা ও সীমাবদ্ধতা.....	13
২.৪। উপাত্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতি	14
৩য় অধ্যায়ঃ গবেষণা ফলাফল.....	14
৩.১। বয়সের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন শ্রেণী.....	15
৩.২। শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল.....	17
৩.৩। অংশগ্রহণকারীদের পেশাভিত্তিক প্রোফাইল ও বিশ্লেষণ.....	18
৩.৪। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন আমল.....	20
৩.৪.১। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ	20
৩.৪.২। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত	21
৩.৪.৩। মাসিক নফল রোযা.....	21
৩.৪.৪। নিয়মিত দান-সদকা	22
৩.৪.৫। ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়া.....	23
৩.৫। আমলের অধঃপতনের কারণ.....	23
৩.৫.১। ব্যস্ততা / সময়ের অভাব – ২৫%	23

৩.৫.২। অলসতা - ১২.৫%.....	24
৩.৫.৩। প্রযুক্তি ও বিনোদনে অতিরিক্ত আসক্তি - ১২.৫%.....	24
৩.৫.৪। ধ্যান-সংযমে মনোযোগের অভাব - ১২.৫%.....	25
৩.৫.৫। পারিবারিক বা সামাজিক চাপ - ১২.৫%.....	25
৩.৫.৬। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব - ১২.৫%.....	26
৩.৫.৭। দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা - ২৫%	26
৩.৬। আমলের অধঃপতনের প্রতিকার	26
৩.৬.১। সময় ব্যবস্থাপনায় উন্নতি করা (৫০%).....	26
৩.৬.২। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে আনা (২৫%).....	27
৩.৬.৩। ভালো সঙ্গ নির্বাচন করা (১২.৫%).....	27
৩.৬.৪। পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি করা (১২.৫%).....	28
৫. ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি (১২.৫%).....	28
৪র্থ অধ্যায়ঃ উপসংহার	30
৪.১। গবেষণার সারসংক্ষেপ	30
৪.২। গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ফলাফল.....	31
৪.৩। ভবিষ্যৎ করণীয় ও সুপারিশ	32
রেফারেন্স.....	33

আমলের অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার

প্রস্তাবনা

বর্তমান সময়ে ধর্মীয় অনুশীলন তথা আমলের প্রতি মানুষের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার একটি গভীর সামাজিক ও আত্মিক সংকট লক্ষ করা যাচ্ছে। এই গবেষণায় "আমলের অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার" বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ইবাদতের চর্চা, তার অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপট ও সম্ভাব্য সমাধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে এবং এতে প্রাথমিক তথ্য যেমন জরিপ, সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামিক ও সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, আমলের অধঃপতনের পেছনে প্রধানত সময় ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা, প্রযুক্তির আসক্তি, অলসতা, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, পারিবারিক ও সামাজিক চাপ এবং আত্মিক অস্থিরতা কাজ করেছে। বিশেষ করে ২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী কর্মব্যস্ত শ্রেণি ও তরুণ সমাজ এই সমস্যায় বেশি আক্রান্ত। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে, সচেতন সময় ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার, ইসলামিক জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ, পরিবারে দ্বিনি পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সংস্কার মাধ্যমে আমলের এই অবনতিকে রোধ করা সম্ভব। গবেষণাটি সমাজে আত্মিক জাগরণ ও নৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এক প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১ম অধ্যায়ঃ সামগ্রিক বিবরণ

১। আমলের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

১.১। আমলের সংজ্ঞা

আমল শব্দটি আরবি "عَمَلٌ" (Amalun) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো কর্ম, কাজ বা কার্যাবলি। ইসলামী পরিভাষায়, আমল বলতে বোঝায় আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী করা সকল নেক কাজ, ইবাদত এবং জীবন পরিচালনার সৎ প্রচেষ্টা। আমল মূলত তিন প্রকার হতে পারে সেগুলো হলো দেহের আমল, জিহ্বার আমল এবং অন্তরের আমল। দেহের আমলের মধ্যে রয়েছে নামাজ, রোজা, হজ, দান-সদকা ইত্যাদি। জিহ্বার আমলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোরআন তিলাওয়াত, জিকির, ভালো কথা বলা ইত্যাদি। অন্তরের আমলের মধ্যে আছে নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা, আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা, ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি। আমল কেবল বাহ্যিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও নিয়তও আমলের অন্তর্ভুক্ত। একটি কাজের সওয়াব ও গুরুত্ব নির্ভর করে তার নিয়তের ওপর। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল [১]।"

১.২। আমলের গুরুত্ব

আমল ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। ঈমান শুধু বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর বাস্তব প্রতিফলন আমলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ইসলামে শুধু মুখে কলেমা পাঠ করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার সাথে সৎ আমল করতে হয়। কুরআন ও হাদিসে আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্যবার বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, আমি অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেবো [২]।" আরও বলা হয়েছে: "মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, সে তার ফল পাবে [৩]।" কিয়ামতের দিনে মানুষের আমলই তার সাফল্যের

মাপকাঠি হবে: "যার আমলের পাল্লা ভারী হবে, সে হবে সফল। আর যার আমলের পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম [৪]।" রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: "কিয়ামতের দিন বান্দার আমলই হবে তার সম্পদ [৫]।" তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন সেই আমল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয় [৬]।" আমলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমল ছাড়া ঈমান পূর্ণতা পায় না: ঈমান ও আমল একসঙ্গে চলতে হয়। শুধুমাত্র বিশ্বাস থাকলেই হবে না, বরং তার সঙ্গে ভালো কাজও করতে হবে। আমল মানুষের পরকালের সফলতা নির্ধারণ করে: কিয়ামতের দিন মানুষের আমল ওজন করা হবে এবং সে অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। নেক আমল জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম: সৎ আমলই মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আমল মানুষের জীবনকে সুন্দর ও বরকতময় করে: দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও সাফল্যের অন্যতম মাধ্যম হলো সৎ আমল। আমল মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে: যারা সৎ আমল করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করেন। নেক আমল ও পাপের প্রভাব: আমলের গুরুত্ব বোঝার জন্য নেক আমল ও পাপের প্রভাব সম্পর্কে জানা জরুরি। নেক আমলের প্রভাবে: আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ হয়, জান্নাতের প্রতিশ্রুতি লাভ হয়। পাপের প্রভাব: অন্তর কালো হয়ে যায়, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়, দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপদের সম্মুখীন হয়, আখিরাতে শাস্তি পেতে হয়। আমল কবুল হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে: যে কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে: নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া: শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করতে হবে। শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে হওয়া: আমল কুরআন ও রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। আমল ইসলামিক জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশ। এটি কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিটি সৎকাজ, অন্যকে সাহায্য করা, ন্যায়ের পথে চলা, অন্যের প্রতি সদয় হওয়া—এসব কিছুই আমলের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমাদের উচিত নিয়মিত সৎ

আমল করা এবং আমলের বিশুদ্ধতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

১.৩। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমলের তাৎপর্য

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমলের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি ঈমানের প্রতিফলন এবং জান্নাত লাভের অন্যতম প্রধান শর্ত। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই জান্নাতবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে[৭]।" অর্থাৎ, ঈমান শুধু বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর বাস্তব প্রতিফলন হলো সৎকর্ম ও আমল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কোনো বান্দা সত্যিকারের মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ না তার হৃদয় সঠিক হয়, আর তার হৃদয় সঠিক হবে না যতক্ষণ না তার আমল সঠিক হয়[৮]।" এ থেকে বোঝা যায়, আমলহীন ঈমান অসম্পূর্ণ এবং ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্য সৎ আমল অপরিহার্য। ইসলামে নামাজ, রোজা, জাকাত, হজের মতো ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি প্রতিদিনের সাধারণ নেক কাজও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়। রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, "ঈমানের শাখা ৭০-এরও বেশি বা ৬০-এরও বেশি; এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা[৯]।" সুতরাং, প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, বরং ঈমানকে কার্যকর করার জন্য সৎকর্ম ও নেক আমল করা আবশ্যিক, যা আখিরাতে জান্নাতের পথে পৌঁছাতে সহায়ক হবে।

১.৪। আমলের উত্থান ও অধঃপতন

আমলের উত্থান ও অধঃপতন মানুষের ঈমান, নিয়ত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, যা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। ইসলামী শিক্ষায় বলা হয়েছে, আমল কখনো বৃদ্ধি পায়, কখনো হ্রাস পায়, আর এটি মূলত মানুষের আত্মিক অবস্থা ও আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার প্রতিফলন।

যখন কোনো ব্যক্তি খালিস নিয়তে, পরিপূর্ণ ইখলাস ও একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হয়, তখন তার আমলের গুণগত মান ও পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়, যা তার আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং আখিরাতে তার উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি করে দেন[১০]"। অন্যদিকে, আমলের অধঃপতন তখনই ঘটে, যখন মানুষ গাফলতির শিকার হয়, পাপ কাজে লিপ্ত হয়, অথবা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়। রাসূল (সা.) বলেন, "ঈমান পুরোনো জামার মতো ক্ষয় হতে থাকে, তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো যেন তিনি তোমাদের ঈমান নবায়ন করেন[১১]"। গুনাহ ও অলসতা মানুষের আমলকে ধ্বংস করে দেয়, ফলে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং ইবাদতে আগ্রহ কমে যায়। তবে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ সবসময়ই খোলা, তাই তওবা, ইস্তিগফার ও নেক আমলের মাধ্যমে মানুষ তার আমলকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। আমলের উত্থান ও অধঃপতন স্বাভাবিক, কিন্তু একজন মুমিনের উচিত আত্মসমালোচনা করা, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং নেক আমল ধরে রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো, যাতে তার ঈমান সবসময় দৃঢ় ও কার্যকর থাকে।

১.৫। সমসাময়িক সমাজে আমলের অবস্থাঃ

সমসাময়িক সমাজে আমলের অবস্থা নানা দিক থেকে পরিবর্তনশীল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ। একদিকে প্রযুক্তির উন্নতি ও আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা মানুষের ইবাদত ও ধর্মীয় অনুশীলনে শিথিলতা আনছে, অন্যদিকে কিছু মানুষ দ্বীনের গভীর অনুশীলন ও আত্মশুদ্ধির দিকে ফিরে আসছে। বর্তমানে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ভোগবাদী সংস্কৃতি ও সামাজিক মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রভাব অনেককে দুনিয়াবি কাজে নিমগ্ন করে ফেলেছে, ফলে ইবাদত ও আমলের প্রতি উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে। নামাজ, রোজা, জাকাত ও অন্যান্য ফরজ ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেকে গাফিলতির শিকার, যা সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি কিতাবের কিছু

অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো?" (সুরা আল-বাকারাহ, ২:৮৫), অর্থাৎ অনেকেই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করলেও তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করেন না। অপরদিকে, আলহামদুলিল্লাহ, তরুণ প্রজন্মের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ও আমলের দিকে ফিরে আসছে, বিশেষ করে বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাঈদের দাওয়াহ কার্যক্রম এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের কারণে অনেকে দ্বীন সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। তবে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো, আমলকে শুধু আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে না দেখে আন্তরিকতা ও ইখলাসের সঙ্গে পালন করা, যাতে এটি ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তাই সমাজে আমলের পুনর্জাগরণ ও টেকসই স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত সচেতনতা, পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইসলামিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নৈতিক সমাজব্যবস্থা।

২য় অধ্যায়ঃ গবেষণা পদ্ধতি

২.১। গবেষণার ধরন

এই গবেষণাটি একটি বর্ণনামূলক (Descriptive) এবং বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) ধরনের গবেষণা। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন বয়স ও পেশাগত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুশীলন তথা আমলের অধঃপতনের প্রকৃত কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং তার বাস্তবসম্মত প্রতিকার উদ্ঘাটন করা। সমাজে দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনধারা, প্রযুক্তিনির্ভরতা, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, পারিপার্শ্বিক প্রভাব এবং আত্মিক অবক্ষয়—এই সকল দিক থেকে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গবেষণাটি সমাজবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও আচরণবিজ্ঞান—এই তিনটি শাখার সংমিশ্রণে একটি আন্তঃবিভাগীয় গবেষণার রূপ নিয়েছে। আমলের অবক্ষয়কে শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই কারণে গবেষণাটি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়, বরং সমাজে বাস্তব পরিবর্তন আনার একটি প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২.২। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক (Primary) ও দ্বিতীয়িক (Secondary) উভয় উৎস থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন বয়স শ্রেণীর (১৫-২৫, ২৬-৩৫, ৩৬-৫০ এবং ৫০ উর্ধ্ব) নারী-পুরুষদের মধ্যে আমল সম্পর্কিত অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা, বাধা ও চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়। প্রশ্নমালার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, দৈনন্দিন ইবাদতের অবস্থা (যেমন: সালাত আদায়, কোরআন তেলাওয়াত, রোজা রাখা, নফল ইবাদত পালন), ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার, বিনোদনের ধরন এবং সময় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

সংগ্রহ করা হয়। উপরন্তু, কিছু ক্ষেত্রে ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) পরিচালনা করা হয়েছে, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। দ্বিতীয়ক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন ইসলামিক গবেষণা প্রবন্ধ, সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও ধর্মীয় বই ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের এই পদ্ধতিগত বহুবিধতা গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গভীরতা বাড়িয়েছে।

২.৩। গবেষণার সীমানা ও সীমাবদ্ধতা

গবেষণার কার্যপরিধি বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, এবং শুধুমাত্র ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চারটি বয়সভিত্তিক শ্রেণীর মাধ্যমে মানুষের মানসিকতা ও আমলের পার্থক্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় পেশাভিত্তিক বৈচিত্র্য যেমন ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবী, গৃহিণী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি, যা একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়া, অনেকে ধর্মীয় বিষয়ে খোলামেলা মতামত দিতে অনীহা প্রকাশ করেছেন, যা তথ্যের স্বচ্ছতাকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর তথ্য সংগ্রহ করলেও ব্যক্তির নিজের অনলাইন কর্মকাণ্ড পুরোপুরি সঠিকভাবে প্রকাশ করেছেন কিনা—তা নিশ্চিত করা যায়নি। গবেষণার সময়সীমা ও আর্থিক সীমাবদ্ধতাও তথ্য সংগ্রহের বিস্তৃতিকে কিছুটা সংকুচিত করেছে। তবে, উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বশীল ও বাস্তবধর্মী তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

২.৪। উপাত্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতি

সংগ্রহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) উভয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণে Microsoft Excel ও SPSS সফটওয়্যারের সহায়তায় গড়, শতকরা হার, বার চার্ট, পাই চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন বয়স, পেশা ও শিক্ষাগত স্তরের মানুষের মধ্যে আমলের অবস্থান ও তার কারণসমূহ তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। গুণগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতা পাঠ বিশ্লেষণের (Content Analysis) মাধ্যমে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে এবং বিষয়ভিত্তিক থিম তৈরি করে তা বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে করে তথ্য শুধু সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জীবন্ত অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টিও তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, ইসলামি চিন্তাবিদদের মতামত, হাদিস ও কোরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত যুক্ত করে সমস্যার মূলকে ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা গবেষণার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণকে সমৃদ্ধ করেছে।

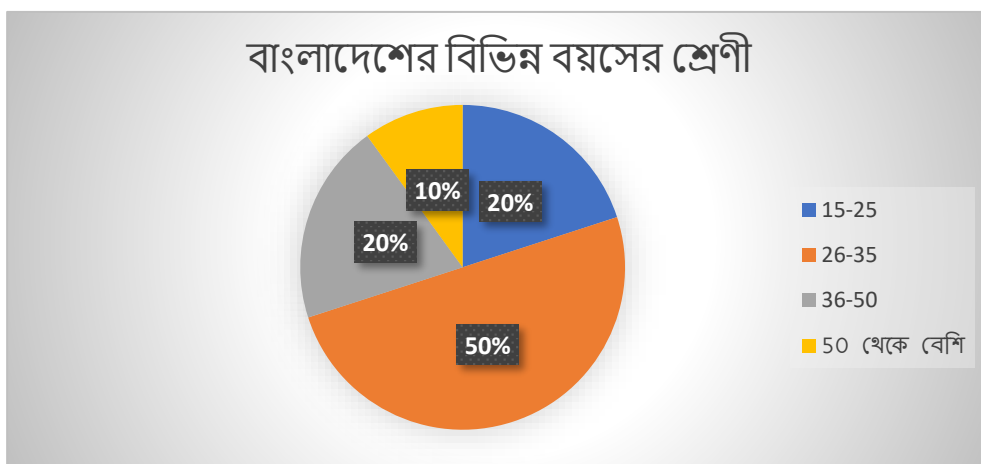
৩য় অধ্যায়ঃ গবেষণা ফলাফল

৩.১। বয়সের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন শ্রেণী

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিভিন্ন বয়স শ্রেণির অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমলের অধঃপতনের বিষয়ে মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ ছিল ২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠী, যাদের অনুপাত ছিল মোট ৫০%। এই বয়সের মানুষ সাধারণত কর্মজীবনে প্রবেশ করে থাকে, পরিবার গঠনের সময়কাল অতিক্রম করে এবং দুনিয়াবি ব্যস্ততা, কর্মক্ষেত্রের চাহিদা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাঝে দিন কাটায়। ফলে, এই শ্রেণির মানুষদের মধ্যে দ্বিনি ইবাদত ও আমলের বিষয়ে উদাসীনতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। গবেষণার তথ্যেও তারই প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে এই বয়সসীমার মানুষদের অধিকাংশই ব্যস্ত জীবনযাত্রা ও সময়ের অভাবকে আমলের অবনতির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

পরবর্তী স্তরে রয়েছে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী তরুণ শ্রেণি, যাদের অংশগ্রহণ ছিল ২০%। এই বয়সের মানুষরা মূলত ছাত্রজীবনে থাকে এবং প্রযুক্তির প্রভাব, সামাজিক মাধ্যমের আসক্তি, এবং ধর্মীয় শিক্ষার ঘাটতির কারণে তাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। গবেষণায় এই শ্রেণির অনেকেই জানিয়েছেন, তারা ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন না এবং অনেকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা পায়নি বলেও মন্তব্য করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, তরুণ সমাজে



আমলের অবনতির একটি বড় কারণ হলো ইসলামি শিক্ষার অভাব এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সঠিক দিকনির্দেশনার ঘাটতি। ৩৬ থেকে ৫০ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণও ছিল ২০%। এই শ্রেণির মানুষরা সাধারণত পরিবার ও পেশাগত জীবনের মাঝামাঝি সময়ে থাকেন। অনেকেই জীবনের বাস্তবতা ও সংগ্রামের মধ্যে পড়ে যান এবং আমলের জন্য সময় ও মানসিক প্রস্তুতি হারিয়ে ফেলেন। গবেষণায় দেখা গেছে, এই বয়স শ্রেণির মানুষেরা দ্বীনের প্রতি আন্তরিক হলেও বাস্তব জীবনের চাপ তাদের ইবাদতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে দেয় না। তারা প্রতিকার হিসেবে পরিবেশগত পরিবর্তন, সময় ব্যবস্থাপনা এবং পারিবারিকভাবে দ্বীনি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

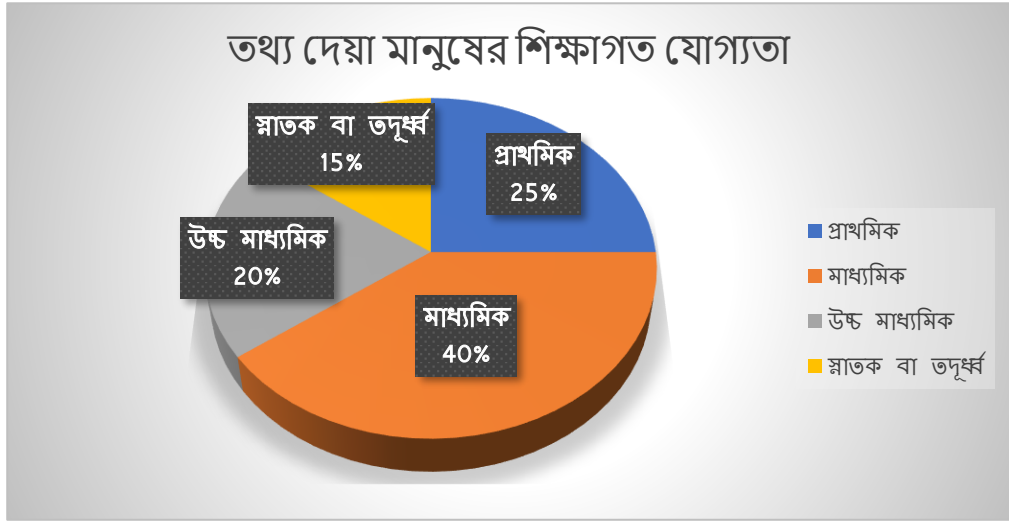
সবচেয়ে কম অংশগ্রহণ দেখা গেছে ৫০ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ১০%। এই বয়সের মানুষদের একটি বড় অংশ প্রযুক্তির সাথে অপরিচিত, কিংবা গবেষণার প্রশ্নমালায় অংশগ্রহণে আগ্রহী নাও হতে পারেন। যদিও এই বয়সে মানুষ

সাধারণত দ্বীনের দিকে ফিরে আসে এবং আমলের প্রতি মনোযোগী হয়, তথাপি তাদের অভিমত গবেষণায় তুলনামূলকভাবে কম প্রতিফলিত হয়েছে। এটি গবেষণার একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, গবেষণার ফলাফল থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী এবং তরুণ সমাজ (১৫-২৫ বছর) আমাদের সমাজে আমলের অধঃপতনের মূল চ্যালেঞ্জের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এই দুটি শ্রেণির মানুষদের মাঝে দ্বীন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাদের জন্য সমন্বিত, প্রাসঙ্গিক ও মননশীল দ্বীন শিক্ষা, তরুণবান্ধব দাওয়াতি কার্যক্রম এবং ইবাদতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই আমলের এই অবনতিশীল ধারা রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

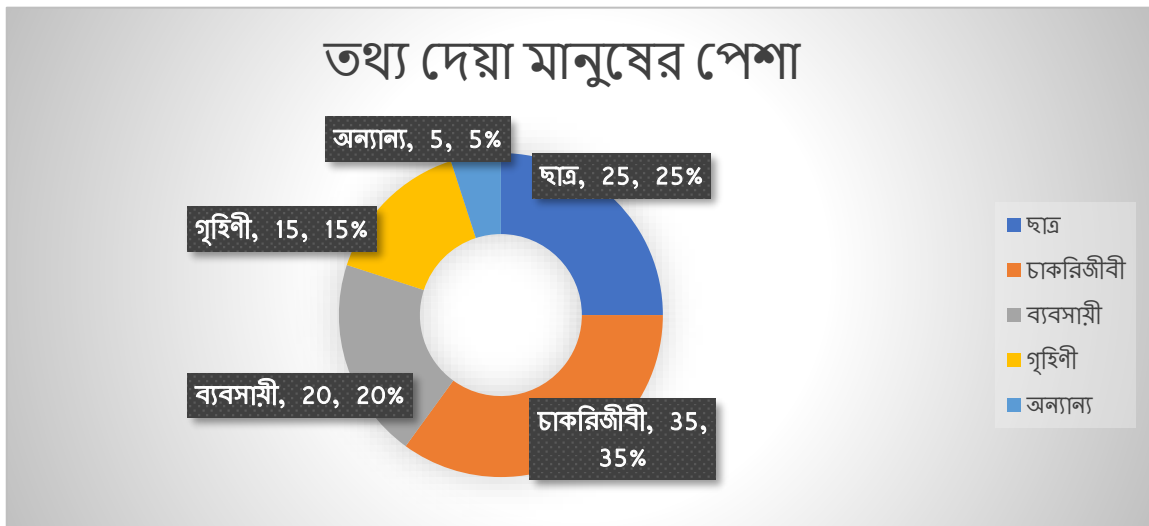
৩.২। শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বাধিক তথ্য এসেছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাগত পটভূমি সম্পন্ন অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে, যাদের অনুপাত ছিল ৪০%। এরপর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অংশগ্রহণকারী ছিলেন ২৫%। উচ্চ মাধ্যমিক ছিল ২০% এবং স্বাক্ষরজ্ঞানহীন বা তদূর্ধ্ব (যেমন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন) অংশগ্রহণকারীর হার ছিল ১৫%।



৩.৩। অংশগ্রহণকারীদের পেশাভিত্তিক প্রোফাইল ও বিশ্লেষণ

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত বৈচিত্র্য ছিল উল্লেখযোগ্য। নিচের তথ্যচিত্র অনুযায়ী দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশ সমাজের নানা স্তরের প্রতিনিধিত্ব করছেন, যা গবেষণাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তি প্রদান করেছে। সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছেন চাকরিজীবী শ্রেণির মানুষ, যাদের অনুপাত ছিল ৩৫%। এই শ্রেণির মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সাধারণত সময় ও চাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অফিস, ট্রাফিক, সামাজিক চাপ এবং পারিবারিক দায়িত্বের কারণে তারা আমলকে অনেক সময় গৌণ হিসেবে বিবেচনা করে। এই তথ্য থেকে ধারণা করা



যায় যে, চাকরিজীবীদের একটি বড় অংশ আমলের প্রতি আগ্রহী হলেও, সময় সংকট ও মানসিক চাপ তাদের আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে বাধাগ্রস্ত করছে।

ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল ২৫%। এই শ্রেণির মানুষ মূলত কৈশোর বা তারুণ্য পর্যায়ে রয়েছে, যা জীবনের অত্যন্ত গঠনমূলক একটি সময়। এই বয়সে মানুষ নতুন কিছু শেখে, মতাদর্শ গঠন করে, এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করে। যদি এই বয়সে তারা সঠিক দিকনির্দেশনা না পায়, তবে তারা সহজেই মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব, বন্ধুদের চাপ, বা দ্বীনের বাইরে প্রলোভনে পড়ে যেতে পারে। তাই ছাত্রদের মধ্যে আমলের ঘাটতি থাকলে তা সমাজের ভবিষ্যতের জন্য একটি উদ্বেগজনক সংকেত হতে পারে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অংশগ্রহণের হার ছিল ২০%। সাধারণত ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষ নিজের সময় ও কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। তবে মুনাফা ও ক্ষতির দুশ্চিন্তা, কর্পোরেট প্রতিযোগিতা, এবং দুনিয়াবি ব্যস্ততা তাদের অনেক সময় আমল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একদিকে তারা চাইলে দ্বীনের জন্য সময় বের করতে পারেন, আবার অন্যদিকে ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির ব্যস্ততা দ্বীনের প্রতি উদাসীনতাও তৈরি করতে পারে। এই দ্বৈততা অনেক সময় আমলের ধারাবাহিকতা নষ্ট করে। গৃহিণীদের অংশগ্রহণ ছিল ১৫%। তারা পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেন। সন্তান পালন, স্বামীর সেবা, গৃহস্থালির কাজ ইত্যাদির ভারে তারা অনেক সময় নিজের ইবাদতের জন্য সময় বের করতে পারেন না। তবে ঘরোয়া পরিবেশে দ্বীনি শিক্ষা ও আমলচর্চার পরিবেশ থাকলে, তারা হয়ে উঠতে পারেন একটি পুরো পরিবারের জন্য হেদায়তের উৎস। তাই গৃহিণীদের দ্বীন সম্পর্কে সচেতন করা ও সহযোগিতা করা হলে, সমাজে আমলের উন্নয়নে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। অন্যান্য পেশায় থাকা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৫%। তারা হয়তো বেকার, খণ্ডকালীন শ্রমজীবী, কৃষক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত। এই শ্রেণির মানুষদের মধ্যে ধর্মচর্চার আগ্রহ থাকলেও উপযুক্ত পরিবেশ, অর্থনৈতিক

অস্থিরতা বা সময়ের অভাবে তারা আমলে স্থির থাকতে পারেন না। আবার অনেকে কুসংস্কারপ্রবণ সমাজে বেড়ে ওঠায় আমলের সঠিক জ্ঞান না রেখেই বিভ্রান্তিতে থাকেন।

৩.৪। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন আমল

দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নির্দেশিত আমলসমূহ মানুষের আত্মিক উন্নতি, নৈতিক চরিত্র গঠন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম। শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা রমজানের রোজা নয়, বরং প্রতিদিনের বহু ছোট ছোট কর্ম, যদি তা ইখলাসের সঙ্গে করা হয়, তা-ও আমলের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, জীবনের প্রতিটি কাজ—চিন্তা, বাক্য ও আচরণ—আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হলে তা আমলে পরিণত হয়।

আমলের ধরণ	হ্যাঁ	মাঝে মাঝে	একদম কম হয়
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ	৫৫%	৩০%	১৫%
নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত	৩০%	৫০%	২০%
মাসিক নফল রোজা	১৫%	৪০%	৪৫%
নিয়মিত দান-সদকা	৬০%	৩০%	১০%
ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়া	৩০%	৫৫%	১৫%

৩.৪.১। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, মোট অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৫৫% মানুষ নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে থাকে। এটি তুলনামূলকভাবে একটি আশাব্যঞ্জক চিত্র হলেও এখনো ৩০% মানুষ মাঝে মাঝে পড়ে এবং ১৫% মানুষ নামাজ পড়ে না বা একদম কম পড়ে। এটি আমাদের সামনে একটি বাস্তবতা তুলে ধরে যে, যদিও নামাজ ইসলামের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদতের একটি, অনেকেই তা নিয়মিতভাবে আদায় করে না। এর পেছনে অন্যতম কারণ হতে পারে সময়ের অভাব, কাজের চাপ, আলসেমি, অথবা ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবার বা সমাজে ধর্মীয় পরিবেশ না থাকলে মানুষ নামাজের মতো ইবাদতের প্রতি অনুপ্রাণিত হয় না। অতএব, নামাজের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি করা এই প্রবণতা দূর করার অন্যতম প্রতিকার হতে পারে।

৩.৪.২। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত

প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ৩০% মানুষ নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে। অন্যদিকে ৫০% মানুষ মাঝে মাঝে পড়ে এবং ২০% মানুষ খুব কম বা একেবারেই পড়ে না। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট যে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি মানুষের আগ্রহ বা অভ্যাস অনেক কমে গেছে। অথচ কুরআন হচ্ছে মুসলমানদের জীবনের দিশারী ও মূল সংবিধান, যার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি জানা যায়। কিন্তু অনেকেই হয়তো কুরআনের তিলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা ব্যস্ত জীবনের কারণে সময় বের করতে পারে না। আবার অনেকে হয়তো আরবী পড়তে না পারার কারণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই প্রয়োজন ইসলামিক শিক্ষা প্রসারে জোর দেওয়া, বিশেষ করে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের কুরআন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তাজবীদ ও অর্থসহ কুরআন বোঝার সহজ কোর্স চালু করা।

৩.৪.৩। মাসিক নফল রোযা

মাসিক নফল রোযার চর্চা সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ১৫% মানুষ নিয়মিতভাবে নফল রোযা পালন করে, ৪০% মাঝে মাঝে পালন করে এবং ৪৫% মানুষ

একেবারেই রোযা রাখে না। নফল রোযা যেমন আরাফাহ, আশুরা, আয়্যামুল বীজ (চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) বা প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার পালন করা হয়ে থাকে, যা শরীর ও আত্মার জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং পাপ মোচনের মাধ্যম। তবে বাস্তবে দেখা যায় এই বিষয়টি নিয়ে অনেকেই অবগত নয়। কেউ কেউ মনে করে, রোযা শুধু রমজানেই পালন করতে হয়। আবার কেউ হয়তো মনে করে, নফল রোযা রাখা খুব কষ্টকর। অথচ ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় রাসূল (সা.) নিয়মিত নফল রোযা পালন করতেন এবং সাহাবীদের উৎসাহ দিতেন। তাই নফল রোযার গুরুত্ব নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি, বিশেষ করে জুমআ বা ইসলামী গ্যাদারিংয়ে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা জরুরি।

৩.৪.৪। নিয়মিত দান-সদকা

এই আমলটির চর্চা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা গেছে। তথ্য অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারীদের ৬০% নিয়মিতভাবে দান-সদকা করে থাকেন, ৩০% মাঝে মাঝে এবং মাত্র ১০% একেবারে কম করে বা করে না। ইসলামে দান-সদকা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি ইবাদত। এটি মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। সম্ভবত এই আমলের প্রতি বেশি আগ্রহের অন্যতম কারণ হলো দান করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং তাতে তাৎক্ষণিক আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়। অনেকেই যাকাত ছাড়াও সাদাকা হিসেবে গরিব-দুঃখীদের সহায়তা করে থাকে। এই প্রবণতা সমাজের জন্য ইতিবাচক এবং এটি আরো সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দান-সদকার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, নিয়মিত চ্যারিটি কার্যক্রম আয়োজন এবং দানকে আধুনিক ও সহজ পদ্ধতিতে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৩.৪.৫। ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়া

ইসলামিক বই পড়ার অভ্যাসের ক্ষেত্রেও একটি মাঝারি মাত্রার চিত্র পাওয়া যায়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩০% মানুষ নিয়মিত ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ে থাকে, ৫৫% মাঝে মাঝে পড়ে এবং ১৫% খুব কম পড়ে বা একদম পড়ে না। বর্তমান ডিজিটাল যুগে বই পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়া একটি সাধারণ প্রবণতা। বিশেষ করে ইসলামিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার সংক্ষিপ্ত ভিডিও বা পোস্টের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, ফলে গভীর ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ ইসলাম ধর্মে জ্ঞানার্জনকে ফরজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাই ইসলামিক বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, বইমেলায় ইসলামিক বইয়ের অংশ বাড়ানো, অনলাইনে সহজে বই পড়ার সুবিধা তৈরি করা এবং ইসলামিক লেখকদের উৎসাহিত করা বর্তমান সময়ের দাবি।

৩.৫। আমলের অধঃপতনের কারণ

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে মানুষের মধ্যে আমল বা ইবাদতের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার পেছনে নানা ধরনের মানসিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর কারণ বিদ্যমান। নিচে পাই চার্টে উল্লেখিত শতকরা হার অনুযায়ী প্রতিটি কারণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

৩.৫.১। ব্যস্ততা / সময়ের অভাব – ২৫%

এই কারণটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৫ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা ধর্মীয় আমল থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন কারণ তাদের হাতে সময় নেই বা তারা ব্যস্ততার কারণে সময় বের করতে পারছেন না। আধুনিক কর্মজীবী মানুষ, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী এবং গৃহিণীরা সবাই কোনো না কোনোভাবে সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সম্মুখীন হন।

ব্যস্ত জীবনে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির বা অন্যান্য ইবাদতের জন্য আলাদা সময় বের করাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা বা এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। অথচ, সময় ব্যবস্থাপনা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই ব্যস্ততাকে অজুহাত না বানিয়ে পরিকল্পিতভাবে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আমল সংযুক্ত করা উচিত।



৩.৫.২। অলসতা – ১২.৫%

১২.৫ শতাংশ মানুষ অলসতার কারণে নিয়মিত ইবাদত করতে পারেন না বলে জানিয়েছেন। অনেক সময় মানুষের মধ্যে ইচ্ছা থাকলেও কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক অলসতা কিংবা অনভ্যাসের কারণে আমল করা হয়ে ওঠে না। এই অলসতা ধীরে ধীরে অভ্যাসগত গাফিলতিতে পরিণত হয়। মূলত আত্ম-অনুপ্রেরণার অভাব, ধারাবাহিক আমলের অভ্যাস না থাকা এবং আত্মশুদ্ধিমূলক চর্চার ঘাটতি থেকে অলসতা বৃদ্ধি পায়। ইসলাম অলসতাকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং বরং সক্রিয়ভাবে ইবাদতের মধ্যে অংশগ্রহণ করার কথা বলেছে।

৩.৫.৩। প্রযুক্তি ও বিনোদনে অতিরিক্ত আসক্তি – ১২.৫%

১২.৫ শতাংশ মানুষ তাদের আমল কমে যাওয়ার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও বিনোদনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিকে দায়ী করেছেন। ফেসবুক, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, গেমিং, সিরিজ দেখা, এবং

টিকটকের মতো অ্যাপগুলো মানুষের মনোযোগ ও সময় দখল করে নিচ্ছে। অনেকে দিনের বেশিরভাগ সময় এসব ডিজিটাল মিডিয়াতে কাটিয়ে দেন এবং আল্লাহর স্মরণ বা ধর্মীয় আমলের কথা ভুলে যান। এটি আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানসিক আসক্তির মধ্যে একটি। ধর্মীয় ভারসাম্যপূর্ণ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করা, মিডিয়া ব্যবহারে সংযম বজায় রাখা এবং প্রযুক্তিকে উপকারি কাজে ব্যবহার করাই এর সমাধান।

৩.৫.৪। ধ্যান-সংযমে মনোযোগের অভাব – ১২.৫%

এই কারণটিও ১২.৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে এসেছে। অনেকেই ইবাদতের সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন না বা একাগ্রতা হারিয়ে ফেলেন। ফলে তারা মনে করেন আমল করার ফল তেমন পাচ্ছেন না বা কোনো আত্মিক শান্তি পাচ্ছেন না। এই মনোসংযোগহীনতা ধীরে ধীরে উদাসীনতায় রূপ নেয় এবং মানুষ ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এজন্য ইবাদতের প্রকৃত অর্থ, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা এবং ধীরে ধীরে মনোযোগ বৃদ্ধির অনুশীলন করা দরকার।

৩.৫.৫। পারিবারিক বা সামাজিক চাপ – ১২.৫%

১২.৫ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন যে, পারিবারিক কিংবা সামাজিক কারণে তারা আমলের ক্ষেত্রে নিয়মিত থাকতে পারেন না। অনেক সময় পরিবারে ধর্মীয় সংস্কৃতি না থাকলে ব্যক্তির ইবাদতের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না। আবার কোনো ব্যক্তি যদি নতুনভাবে ধার্মিক হতে শুরু করে, তখন সে পরিবার বা বন্ধুদের নেতিবাচক মন্তব্যের সম্মুখীন হয়। এটি এক ধরনের মানসিক চাপ তৈরি করে যা ধীরে ধীরে আমল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই সমস্যা সমাধানে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরির দিকে জোর দেওয়া প্রয়োজন।

৩.৫.৬। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব - ১২.৫%

১২.৫ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন যে, তারা ঠিকমতো জানেন না কোন আমল কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার ফজিলত বা শাস্তি কী, ফলে তাদের আগ্রহ কমে যায়। ইসলাম সম্পর্কে সীমিত বা ভুল ধারণা, সঠিক আলিম বা উৎস থেকে জ্ঞান না নেওয়া এবং আত্মিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকা মানুষকে গাফেল করে তোলে। এজন্য নিয়মিত দীনী শিক্ষা গ্রহণ, বই পড়া, ইসলামিক লেকচার শোনা, ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৫.৭। দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা - ২৫%

এটি ব্যস্ততার মতোই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যা ২৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে। মানুষ আজ দুনিয়াবি বিষয়—টাকা-পয়সা, ক্যারিয়ার, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি নিয়ে এতটাই চিন্তিত যে ধর্মীয় আমলকে গুরুত্ব দেওয়ার মতো মানসিক শান্তি ও সময় তাদের থাকে না। অথচ প্রকৃত প্রশান্তি এবং মানসিক স্থিতিশীলতা ইবাদতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এই সমস্যা সমাধানে দরকার দুনিয়াবি জীবনের সঙ্গে আখিরাতে ভরসাম্য বজায় রাখা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা।

৩.৬। আমলের অধঃপতনের প্রতিকার

৩.৬.১। সময় ব্যবস্থাপনায় উন্নতি করা (৫০%)

সর্বোচ্চ ৫০% অংশগ্রহণকারীর মতে, সময় ব্যবস্থাপনা ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাস্তব জীবনে আমরা দেখি—প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি গড়পড়তা মানুষ ২-৩ ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায়, ১-২ ঘণ্টা ইউটিউব/নেটফ্লিক্স, এবং অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমায়। অথচ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ে সময় লাগে মাত্র ৩০-৪৫ মিনিট। টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল না থাকলে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয় না। গবেষণা (Harvard Business Review, 2019) বলছে, যারা “Time Blocking” টেকনিক ব্যবহার

করেন, তারা তাদের সময়ের 70% বেশি কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারেন। তাই সময়কে পরিকল্পনার আওতায় এনে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হলে আমলের অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব।



৫.৬.২। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে আনা (২৫%)

২৫% অংশগ্রহণকারী মনে করেছেন, প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার আমল থেকে দূরে রাখার অন্যতম কারণ এবং এর সীমিত ব্যবহার আমলের ধারাবাহিকতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে। স্মার্টফোন ব্যবহার সম্পর্কিত এক গবেষণায় (Statista, 2023) দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী গড় মানুষ দৈনিক প্রায় ৬.৫ ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহার করে, যার মধ্যে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় চলে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইমের ফলে মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ বেড়ে যায়, যা আসক্তি তৈরি করে। ফলে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। প্রযুক্তি ব্যবহারে "ডিজিটাল ডিটক্স", নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ, ও ইবাদতের সময় ফোন বন্ধ রাখা অভ্যাস গড়ে তুললে মনোযোগ বাড়বে এবং আমল বৃদ্ধি পাবে।

৫.৬.৩। ভালো সঙ্গ নির্বাচন করা (১২.৫%)

১২.৫% উত্তরদাতা বলেছেন, আমলের উন্নতির জন্য সৎ ও দীনদার সঙ্গীদের সাহচর্য জরুরি। মানুষ তার আশেপাশের পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ইসলামিক মনোবিজ্ঞান ও

সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাগুলোতে বলা হয়, একটি মানুষ তার আশেপাশের পাঁচজন ঘনিষ্ঠ মানুষের গড় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে (Jim Rohn Theory)। যদি তার সঙ্গীরা ইবাদত করে, নিয়মিত দ্বীন চর্চা করে, তবে সে নিজেও সেই অভ্যাস গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। মসজিদভিত্তিক হালকা আলোচনা, ইসলামী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, এবং অনলাইন দ্বিনি সার্কেলের মাধ্যমে নিজেকে ভালো পরিবেশে সংযুক্ত রাখা যায়।

৫.৬.৪। পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি করা (১২.৫%)

অনেকেই বলেছেন, পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ না থাকলে আমল ধরে রাখা কঠিন হয়। আবার সঠিক পরিবেশ থাকলে ছোট থেকেই শিশুদের দ্বিনের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। Research by Pew Research Center (2021) দেখিয়েছে, যেসব পরিবারে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে রাখা হয়, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দ্বিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে 60-70% বেশি হারে। পরিবার থেকে যদি নিয়মিত নামাজের জন্য বলা হয়, কুরআন তিলাওয়াত শুনানো হয়, তাহলে তা শিশুদের জন্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎস হয়। বাসায় একসাথে জামাআতে নামাজ পড়া, পরিবারের সবাই মিলে ইসলামিক সিরাত বা কুরআনের গল্প শোনা, দ্বিনি শিক্ষার বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা।

৫. ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি (১২.৫%)

অনেকে দ্বিনের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় ইবাদতের গুরুত্ব বোঝেন না, ফলে আমল অবহেলিত হয়। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেছেন, "জ্ঞানের আলো ছাড়া ইবাদতও অন্ধ।" একজন ব্যক্তি যদি জানে না নামাজ না পড়লে কী পরিণতি, অথবা রোজার মাহাত্ম্য কী, তবে সে আন্তরিকতা নিয়ে আমল করবে না। Oxford Islamic Studies অনুসারে, দ্বিন সম্পর্কিত শিক্ষা অর্জন একজন মুসলিমের উপর ফরজে আইন।

নিয়মিত ইসলামিক লেকচার শোনা (যেমন নোমান আলী খান, মুফতি মেনক, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর),
মাসজিদে ক্লাসে অংশগ্রহণ, এবং স্ব-শিক্ষা (সিরাতুল্লাহী, ফিকহ, হাদীসের বই ইত্যাদি) গ্রহণের
মাধ্যমে দ্বীনের প্রতি অনুরাগ গড়ে তোলা যায়।

৪র্থ অধ্যায়ঃ উপসংহার

৪.১। গবেষণার সারসংক্ষেপ

এই গবেষণাটি মূলত বাংলাদেশের সমসাময়িক মুসলিম সমাজে আমলের অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার নির্ধারণের জন্য পরিচালিত। গবেষণার পেছনে রয়েছে এমন এক বাস্তবতা, যেখানে মানুষ ধর্মীয় ইবাদত ও নেক কাজ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, অথচ আমল ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলোর অন্যতম। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল এই পরিবর্তনের পেছনে বিদ্যমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং মানসিক কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং বাস্তবসম্মত সমাধান তুলে ধরা।

গবেষণায় সংখ্যাগত ও গুণগত—উভয় ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা একে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও প্রাসঙ্গিক গবেষণায় রূপ দিয়েছে। ১৫ থেকে ৫০ উর্ধ্ব বয়সী নারী-পুরুষ, বিভিন্ন শিক্ষাগত ও পেশাগত পটভূমির মানুষদের অংশগ্রহণে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণাটি একটি ব্যাপক ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছে। এতে দেখা গেছে, আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, প্রযুক্তির আসক্তি, পারিবারিক পরিবেশের অভাব এবং ধর্মীয় শিক্ষার ঘাটতির কারণে মানুষের মধ্যে আমলের প্রতি উদাসীনতা তৈরি হয়েছে।

এই গবেষণা শুধু সমস্যা শনাক্তে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমাধানও প্রস্তাব করেছে। যেমন—সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল জীবনের ভারসাম্য রক্ষা, সং সঙ্গ নির্বাচন, পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে তোলা এবং দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা। তাই এই গবেষণা শুধু একাডেমিক নয়; বরং সামাজিক জাগরণ ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রেও একটি কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম।

৪.২। গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ফলাফল

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে আমলের অধঃপতনের প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং এটি বয়স ও পেশা ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে ২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এই শ্রেণির মানুষ সাধারণত কর্মজীবন, পরিবার, সামাজিক দায়িত্ব এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, যার ফলে ধর্মীয় ইবাদতের জন্য সময় ও মনোযোগ কমে যায়।

তরুণ সমাজ, অর্থাৎ ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও আমলের অবনতি লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার, ইসলামি জ্ঞানের অভাব এবং দিকনির্দেশনার ঘাটতি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে মধ্যবয়সী এবং ৫০ উর্ধ্ব শ্রেণির মানুষদের মধ্যেও বাস্তব জীবনের চাপ ও পরিবেশগত সীমাবদ্ধতা আমল কমিয়ে দিয়েছে।

নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, নফল রোজা, দান-সদকা এবং ইসলামিক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের অনুপাতে যে চিত্র পাওয়া গেছে, তা মোটামুটি মাঝারি থেকে নিচের দিকে অবস্থান করছে। নামাজ নিয়মিত আদায় করলেও, কুরআন তিলাওয়াত, নফল রোজা ও বই পড়ার মতো আমলগুলোতে ব্যাপক অবনতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে নফল রোজা পালনকারী মানুষের হার ছিল খুবই কম, মাত্র ১৫%।

প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, আমলের অধঃপতনের মূল কারণ হিসেবে মানুষ ব্যস্ততা, দুনিয়াবি চিন্তা, অলসতা, প্রযুক্তি আসক্তি, পারিবারিক চাপ এবং ধর্মীয় অজ্ঞতাকে দায়ী করেছে। এই ফলাফলগুলো ইসলামি মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা গবেষণাকে বাস্তবতার আরও নিকটে নিয়ে যায়।

৪.৩। ভবিষ্যৎ করণীয় ও সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কয়েকটি বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর করণীয় ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ—তিনটি স্তরেই প্রয়োগযোগ্য।

প্রথমত, সময় ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অনেকেই আমল না করার অজুহাত হিসেবে সময়ের অভাবকে দায়ী করেন, অথচ বাস্তবে সময় অপচয় হয় সোশ্যাল মিডিয়া ও বিনোদনে। তাই ইবাদতের জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ এবং সময় ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধিই প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির সীমিত ও ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। আধুনিক মানুষ মোবাইল ও স্ক্রিনের প্রতি এতটাই আসক্ত যে, তার চিন্তাভাবনাও ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে। তাই প্রযুক্তিকে ইবাদতের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা—যেমন ইসলামিক অ্যাপ, অডিও লেকচার বা অনলাইন কুরআন তেলাওয়াত—এই অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।

তৃতীয়ত, পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যেহেতু পরিবার ব্যক্তিত্ব গঠনের কেন্দ্র, তাই সেখানে যদি ধর্মীয় আলোচনা, সম্মিলিত নামাজ, কুরআন পাঠ, এবং ইসলামিক গল্প বলা চালু করা যায়, তবে ছোট থেকেই আমলের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

চতুর্থত, ইসলামি জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে। দ্বীনের গুরুত্ব না জানলে কেউ আন্তরিকভাবে ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হয় না। তাই শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত সবার জন্য উপযোগী দ্বীনি শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন—বইপড়া, ইসলামিক ক্লাস, অনলাইন কোর্স, ইত্যাদির মাধ্যমে।

সবশেষে, সমাজে একটি ভালো পরিবেশ ও সৎ সঙ্গ গঠনের ওপর জোর দিতে হবে। মানুষ আশেপাশের বন্ধু ও সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদি এই সঙ্গীরা দ্বীনদার হয়, তবে নিজেও

আমলে আগ্রহী হয়। তাই ইসলামিক গ্রুপ, হালকা আলোচনা, দাওয়াহ কার্যক্রম ও তরুণবান্ধব দ্বিনি সংগঠনের প্রসার ঘটানো উচিত।

এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে ব্যক্তি জীবনে আমলের অভ্যুত্থান ঘটবে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়।

রেফারেন্স

- [১] (সহিহ বুখারি, ১নং হাদিস)
- [২] (সুরা আন-নিসা: 173)
- [৩] (সুরা আন-নাজম: 39)
- [৪] (সুরা আল-কারিয়া: 6-9)
- [৫] (তিরমিজি)
- [৬] (বুখারি ও মুসলিম)
- [৭] (সুরা আল-বাকারা, ২:৮২)
- [৮] (তিরমিজি, হাদিস: ২৬১৬)
- [৯] (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৫৩)
- [১০] (সুরা মুহাম্মদ, ৪৭:১৭)
- [১১] (হাকিম, মুসতাদরাক: ৫।)